তারিখ ... ২৮/৪/৮৮
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ...

015

দৈনিক বাংলা

শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ

দাখিল ও আলিম পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম বাংলা করার প্রস্তাব

।।হাসান হাফিজ।।

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন ইবতেদায়ী (প্রাথমিক) মাদ্রাসা অপরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যহীনভাবে স্থাপন না করে প্রয়োজন অনুসারে অবস্থানগত সঠিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছে। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রবর্তনের ওপর কমিশন জোর দিয়েছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে ইবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা ১৩ হাজার। এগুলি পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণের জন্যেও শিক্ষা কমিশন সুপারিশ করেছে।

কমিশন রিপোর্টে বলা হয়ঃ এ সকল মাদ্রাসার শিক্ষার মান উন্নীত করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মান প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের অনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে আরবী ও দীনিয়াত শিক্ষাদানের জন্যে মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রাপ্ত (আলিম)

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

বাংলা করার প্রস্তাব

(১-এর পৃঃ পর)

শিক্ষকদের সকলেরই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে আপাতত প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটসমূহে ইবতেদায়ী শিক্ষকদের জন্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

বাংলা করার প্রস্তাব

(১-এর পৃঃ পর)

সংরক্ষিত থাকা দরকার।

অদূর ভবিষ্যতে আলাদাভাবে ইবতেদায়ী শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। শিক্ষকদের বেতনক্রম ও চাকরির শর্তাবলী প্রাথমিক স্কুলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। প্রতিটি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীর জন্য পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষা উপকরণ, আসবাবপত্র ও খেলার মাঠের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এ ব্যাপারে সরকার ও স্থানীয় জনগণের যৌথ উদ্যোগে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের আওতাধীন উপজেলা পর্যায়ের ইবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলিতে নিয়মিত ও কার্যকর পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এজন্যে স্বতন্ত্র পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করতে হবে।

দীনিয়াত ও আরবী শিক্ষার বিষয়গুলি ছাড়া সাধারণ শিক্ষার বিষয়সমূহের (বাংলা, গণিত, সমাজপাঠ ইত্যাদি) জন্যে প্রাথমিক স্কুলে নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক সমূহ ইবতেদায়ী মাদ্রাসায় পঠিত হবে। ধর্মীয় বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্যান্য পাঠ্যপুস্তক প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তকসমূহই হবে। এতে দুই ধারায় একই পর্যায়ের শিক্ষা মানের সমতুল্যতা খানিকটা চলে আসবে। মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নের স্বার্থে এই ব্যবস্থা নিতে হবে। এতে মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে কেউ ইচ্ছা করলে সাধারণ শিক্ষা ক্রমে চলে আসতে পারবে।

শিক্ষা কমিশনের অভিমতঃ প্রাথমিক স্কুলে শিশুদের জন্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণে যে ব্যবস্থা রয়েছে তা ইবতেদায়ী মাদ্রাসার ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধাদির ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

দাখিল ও আলিম

বাংলাদেশে এখন মাধ্যমিক স্তরের দাখিল মাদ্রাসার সংখ্যা ২ হাজার ৮৭২। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা (১৯৮৬ সালের হিসাব অনুযায়ী) ৪ লক্ষ ৮ হাজার ৪৫৮। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে আলিম মাদ্রাসা রয়েছে ৬৪৪টি। একই বছরের হিসাব মোতাবেক অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১ লাখ ৩৩ হাজার ৩৮৪।

দাখিল ও আলিম মাদ্রাসা প্রসঙ্গে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ হলঃ সাধারণ শিক্ষার মত মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রশ্নপত্রে রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট অনুপাত রক্ষিত হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা কমিয়ে যথাসম্ভব তা জেলা পর্যায়ে সীমিত করা সমীচীন।

দাখিল ও আলিম মাদ্রাসা স্থাপন ও মঞ্জুরী প্রদানের ক্ষেত্রে মাদ্রাসা বোর্ডকে অবশ্য পালনীয় কতগুলি শর্ত আরোপ করতে হবে। এই শর্তের মধ্যে থাকবে ক, ভূমির পরিমাণ (কমপক্ষে এক একর), খ, সমপর্যায়ের দুটি মাদ্রাসার মধ্যেকার দূরত্ব (কম পক্ষে পাঁচ মাইল), গ, ছাত্র সংখ্যা (দাখিল ২৫০ ও আলিম ২০০) ঘ, সুগঠিত বিজ্ঞান পরীক্ষাগার, ঙ, নির্দিষ্ট মানের গ্রন্থাগার ও চ, প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক ইত্যাদি।

দাখিল ও আলিম উভয় পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। তবে আরবী ভাষা ও সাহিত্য পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে আরবী।

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে সুনির্দিষ্ট নীতি ও পদ্ধতি। দাখিল স্তরের শিক্ষকগণ অবশ্যই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবেন এবং এজন্যে টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলিতে দাখিল মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্যে নির্দিষ্ট আসন সংরক্ষিত থাকবে।